দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার ৩১ আষাঢ় ১৪১৯
১৫ জুলাই ২০১২

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণায় সরকারের আরো সহযোগিতা প্রয়োজন

মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরী (তুহিন)

আজ (১৫জুলাই) রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। রাজধানীর ছায়া সুনীবিড়, সবুজ শ্যামলের একটি গ্রাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এর আগে প্রায় ২৫০ একর সম্পত্তি নিয়ে ফার্মগেট থেকে খামার বাড়ি, সংসদ ভবন এলাকা, মানিক মিয়া এভিনিউ, বাণিজ্যমেলার মাঠসহ বর্তমান শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা নিয়েই ১৯৩৮ সালে উপমহাদেশের কৃষির সূতিকাগার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট। পূর্ব বাংলার কৃষক দরদী নেতা ও অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ.কে ফজলুল হক এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। জমির পরিমাণ কমতে কমতে বর্তমানে প্রায় ৮৭ একর জমির উপর এর অবস্থান।

স্বাধীনতার সময় দেশে জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি, আর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। দ্বিগুণেরও বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতেও দেশে এখনো মারাত্মক কোন খাদ্য সংকট দেখা যায়নি। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর অন্যদিকে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাওয়া— এত বাড়তি চাপ নিয়েও গবেষণা কার্যক্রম চলছে জোরেসোরে। কৃষি প্রধান দেশকে খাদ্য ঘাটতির দেশ নয়, বরং উদ্বৃত্ত খাদ্যের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যেই কাজ করছে কৃষিবিদরা। সামাজিক অবস্থানকে দূরে ঠেলে কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কৃষিবিদরা ছুটছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কোন লোভ-লালসায় মোহিত না থেকে কৃষিবিদদের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই আজ আমরা প্রায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোন দুর্যোগকালীন অবস্থা ছাড়া সরকারকে উল্লেখযোগ্য কোন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় না। বরং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং কৃষকের প্রয়োজনীয় বীজ ও সার সঠিক সময়ে সরবরাহ করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা খাদ্য রপ্তানি করতে পারব। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাসকৃত প্রায় ৮ হাজার কৃষিবিদ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সাথে মিশে লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে কাজ করে যাচ্ছে অবিরত। তবে এর জন্য প্রয়োজন সরকারের গবেষণা খাতে আরো বেশি উৎসাহ প্রদান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ড. মাকসুদুল আলমের পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কার সকল গবেষণাকর্মীকেই নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। বিশেষ করে তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য এই আবিষ্কার আগামী দিনের পাথেয় হয়ে থাকবে। অদম্য ইচ্ছা আর নিরলস প্রচেষ্টা যে কোন জাতির জন্য সুখের সংবাদ নিয়ে আসতে পারে তার প্রমাণ রাখলেন ড. মাকসুদুল আলম এবং তার দল। সরকারের সহযোগিতাও এক্ষেত্রে প্রশংসার দাবি রাখে।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র অর্থের অভাবে উল্লেখযোগ্য গতিতে গবেষণা কাজ এগোয় না। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। হল সমস্যা, আবাসন সমস্যা, ক্লাসরুম সমস্যা এসব নানান সমস্যার মাঝে গবেষণার সমস্যা একটি মারাত্মক সমস্যা। একদিকে জমির অভাব আর অন্যদিকে উন্নত কোন ল্যাব আজও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বলে কি গবেষণা কার্যক্রম থেমে আছে? না, বিশ্ব যখন এগিয়ে যাচ্ছে জ্যামিতিক গতিতে আর আমরা এগুচ্ছি গাণিতিক গতিতে।

অনেক হতাশার মাঝেও গত বছর ৯১ কোটি ২৭ লাখ টাকার বাজেট আমাদেরকে আশার আলো দেখায়। এ বাজেটের আওতায় নতুন ফ্যাকাল্টি ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের হল নির্মাণ, কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজ এগিয়ে চলছে জোরেসোরেই। আজ প্রতিষ্ঠানটিতে প্রায় ২৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, ১৮০জন শিক্ষক, ১২০জন কর্মকর্তা ও প্রায় ৫০০জন কর্মচারী রয়েছে। যেখানে কৃষি ও কৃষককে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান সরকার বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, সেখানে রাজধানীর বুকে অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি আধুনিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবে না- সেটি ভাবতেও যেন কষ্ট লাগে। এ দেশের কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন দক্ষ কৃষিবিদ ও নতুন নতুন গবেষণা।

যেহেতু রাজধানীর বুকে এ প্রতিষ্ঠানটি মাত্র ৮৭ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই কৃষকের সমস্যা তাৎক্ষণিক সমাধানকল্পে উন্নতমানের ল্যাব প্রতিষ্ঠা জরুরী বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া গবেষণায় আকৃষ্ট করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকদের বেশি বেশি প্রশিক্ষণ প্রয়োজন যা অর্থের অভাবে হয় না। কৃষিই যেহেতু আমাদের মূল চালিকাশক্তি তাই কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে সরকারের এ বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, কৃষি রসায়ন বিভাগ
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।